দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 OCT 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

DOC 23

বৃত্তি নিয়ে কয়েক শ' ভুয়া ছাত্র বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে

।।সুনীল ব্যানার্জি।।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে সম্প্রতি কয়েক শত ভুয়া ছাত্র ধরা পড়েছে। এসব ভুয়া ছাত্র এস-এসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাস না করেই বিদেশে পড়ার বৃত্তির জন্য আবেদন জানিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এসব ভুয়া ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার কথা চিন্তা-ভাবনা করছে।

জানা গেছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভারত, পূর্ব জার্মানী, পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পড়ার জন্যে মন্ত্রণালয় থেকে আবেদনপত্র আহবান করা হয়। এতে বলা হয় যে প্রার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৭২ নম্বর পেতে হবে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাত্র শ চারেক বৃত্তির জন্য কয়েক হাজার দরখাস্ত জমা পড়েছে। বলাবাহুল্য যে আবেদনকারীদের অধিকাংশই এসএসসি ও এইচ-এসসি পরীক্ষার ভুয়া সার্টিফিকেট এবং মার্কসশীট জমা দিয়েছে। এদের জমা দেয়া ভুয়া মার্কসশীটে প্রার্থিত নম্বরের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর দেখান হয়েছে। এর সংখ্যা শতাধিক। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসব তথ্য উদঘাটন করেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর: এ এস এম রফিকুল ইসলাম নামে এক ছেলে বিদেশে পড়ার বৃত্তির আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছে যে সে ১৯৮৩ সালে রায়েরবাজার হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মোট নম্বর পেয়েছে ৭৬০। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৮৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। এখানে সে পেয়েছে ৮৪০ নম্বর। কিন্তু বোর্ডের খাতাপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় এই নামে কোন ছাত্র উল্লিখিত বছরে উক্ত স্কুল ও কলেজ থেকে এসএসসি ও এইচ-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।

অনুরূপভাবে মোহেব আহমদ নামে এক ছেলে ১৯৮৫ সালে

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ

পাড়ি জমিয়েছে

(১-এর পৃঃ পর)

টিএন্ডটি কলেজ থেকে ৮৩৯ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে বৃত্তির জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু বোর্ডের খাতাপত্রে দেখা যায় এই নামে কোন ছেলে উক্ত কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি।

আবার ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজ থেকে ৮৬০ নম্বর পেয়ে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে দাবী করে এম এন হক নামে এক ছেলে বিদেশে পড়ার বৃত্তির জন্য আবেদন করেছে। বোর্ডের খাতাপত্রে দেখা যায় যে এই নামে উক্ত কলেজ থেকে পাস করা ছাত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে ১৯৮৫ সালে ৮২৩ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে একজন বৃত্তির জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু বোর্ডের খ
দেখা গেছে আদৌ এই ছা
কলেজ থেকে সে বছর প
উত্তীর্ণ হয়নি।

এছাড়া, বোর্ডের
পরীক্ষার পর দেখা গেছে
সংখ্যক ছাত্র এসএসসি ও
এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
তার বেশী নম্বর পেয়েছে
ভুয়া মার্কসশীট দাখিল

জানা গেছে যে সংশ্লিষ্ট
ণালয় বাছাইয়ের পর
নিয়ে প্রকৃত প্রার্থীদের
পড়ার জন্য মনোনীত
মনোনীত এইসব প্রার্থীদের
কেউ এরইমধ্যে বিদেশ
গেছে। কিন্তু যারা ভুয়া
ফিকেট ও ভুয়া মার্কসশী
দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে
নেয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা
জানা গেছে যে এইসব ভুয়া
ফিকেটধারীদের বিরুদ্ধে
দমন সংস্থায় মামলা দায়ে
হতে পারে।

উল্লেখ্য যে ইদানীং
সার্টিফিকেটধারীর সংখ্যা
এবার ঢাকা বোর্ডের এই
পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগে
তিনশ ভুয়া সার্টিফিকে
অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া
এরা এসএসসি পরীক্ষায় প
করেই এইচএসসি পরীক্ষা
হয়। ধরা পড়ার পর বোর্ড
পক্ষ এদের পরীক্ষার ফল
রেখেছে, এর আগে ঢাকা
বিদ্যালয়ে এ ধরনের বেশ ক
ঘটনা ধরা পড়েছে। এদের
এসএসসি ও এইচএসসি প
পাস না করে বিএ অনার্স
পাস করেছে।